(৪০)

প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 17 2006 ...

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কারিগরি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা স্মারকলিপি দিতে গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে —প্রথম আলো

শিক্ষক-কর্মচারীদের আবারও পিটিয়েছে পুলিশ, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক

াতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টভুক্ত কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির মিছিলে পুলিশের লাঠিপেটায় ছয় শক্ষক-কর্মচারী আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শিক্ষক-কর্মচারীরা ারকলিপি দিতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে।

গত শনিবার পুরানা পল্টন এলাকায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের মিছিলেও পুলিশ লাঠিপেটা করে।

কারিগরি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়ম, ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদসহ ১২ ফা দাবিতে কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিতে বোর্ড কার্যালয়ে যান। আগারগাঁও াসপোর্ট কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল বের হলে পুলিশ দুই দফা ব্যারিকেড দেয়। বাধা উপেক্ষা রে মিছিলকারীরা বোর্ড কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশ করেন। সমাবেশ শেষে আবারও বাধা পেক্ষা করে বোর্ড চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশ হামলা চালায়। এ সময় শিক্ষক-র্মচারীদের মধ্যে মির্জা সুজাউদ্দিন, এম আরজু, মামুনুর রশীদ, গাজী মাসুদ হাসান, তাহমিনা াক্তার ও মেহেরুন্নেছা কাজল আহত হন। এ ছাড়া শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ধ্যক্ষ এম এ সাত্তার, মো. আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরীসহ য়েকজন নেতা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট পুলিশের হামলার প্রতিবাদে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আজ সোমবার দেশের

শিক্ষক-কর্মচারীদের আবারও পিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ এক বি বলেছেন, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন না করে তাদের হয়রানি এবং দিয়ে পেটানোর ঘটনা শিক্ষাক্ষেত্রে জোট সর সৃষ্ট সংকট আরও জটিল করে তুলবে।

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ এবং বাং কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতারা ব নির্যাতন করে শিক্ষক আন্দোলন বন্ধের অ হিতে বিপরীত হবে। তারা শিক্ষাক্ষে অচলাবস্থা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত হ কামনা করেন। বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদ সংবিধান স্বীকৃত শিক্ষকদের গণ অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ না করার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ আশরাফুল আলম, স অধ্যক্ষ রবিউল হক এবং মহাসচিব শেখ স সালাম এক বিবৃতিতে বলেন, পুলিশের নি শিক্ষক আন্দোলন বন্ধ হবে না, বরং নতুন যোগ হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি দাস এবং সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা বলেছেন, শিক্ষক নির্যাতন কোনো সুষ্ঠু স চিত্র হতে পারে না।

ছাত্র ইউনিয়ন হামলাকারী পুলিশের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং শিক্ষকদের মেনে নেওয়ার দাবিতে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে।

শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলার জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজ শিক্ষক সমিতি (জয়নুল), গণমুক্তি ও সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন, প্রগ ছাত্রজোট, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার আ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ যুবমৈত্রী।

২৩ জুলাই মহা-অবস্থান

সরকার-সমর্থক শিক্ষক নেতা সেলিম শিক্ষক-কর্মচারীদের চিড়া, মুড়ি, গামছা ও নিয়ে ২৩ জুলাই ঢাকায় মহা-অবস্থানে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দাবি সেদিন ঢাকায় ৪ লাখ শিক্ষকের সমাগম হ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট গ বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াস মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছে।

সিভিল সার্ভিস (শিক্ষা) অ্যাসোসি সভাপতি মতিউর রহমান গাজ্জালী এবং ম জিল্লুর রহমান শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলে করে শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা